মেঘে মেঘে জুড়ে যাওয়া স্বদেশ

অমর মিত্র

গল্পের সূচনা হয় যে কোনোভাবে। গল্পেরভেতর সেই সুচনাটুকু মিলেমিশে যায়, হয়তো এমনও হয় সূচনার মূহূর্তটি খুঁজেও আর পাওয়া যায় না।যে সূত্র থেকে গল্পটির নির্মাণ আরম্ভহয়েছিল সেই সূত্রই যায় হারিয়ে।গল্প কীভাবে আরম্ভ হল, কোন্ সূত্র থেকে গল্পের সূচনা হল, তা যেনলেখকদের নিজের কাছে থাকা ভালো,দর্শক যদি গ্রিনমে ঢুকে পড়ে দ্যাখেনঅভিনেতারা কেমনভাবে মেক-আপ করছেন, কেমনভাবে বিড়ি সিগারেট খাচ্ছেনসেই অভিজ্ঞতা কি তাঁর পক্ষে ভালো, না অভিনেতার পক্ষে ভালো ? কোথাওকোনো না কোনো আড়াল তো থাকবেই। সেই আড়াল হয়তো শিল্পেরই আড়াল।কিন্তু এর বিপক্ষেও যুক্তি থাকতে পারে।নানা গল্পের নানা সূত্র। কোন্‌গল্পটি নিয়ে লিখবে ?

সম্পাদক আমাকে কথার ছলে বলেছিলেন স্বদেশযাত্রাগল্পটির ক থা। ওই গল্পে যত না ঘটনা--কাহিনি সুত্র, তার চেয়ে অনেকবেশি আমার উপলব্ধিজাত সত্য। একটি সত্যকে নানা কোণ থেকে দেখলে তারনানারকম ভঙ্গি উঠে আসে। নানা রকম রূপ। স্বদেশযাত্রা গল্পে সেই নানারূপ, নানা ফর্মকে আমি দেখতে চেয়েছি। এই গল্পের সূত্রে তো খবরেরকাগজ। খবুরে কাগুজে সত্য নিয়ে উত্তেজিত হয়েই থাকেগল্পেরপ্রধান চরিত্র যোগান সাধু। খবরের কাগজে যা ছাপা হয়, যে দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প,নরহত্যার খবর, সেই খবরের সঙ্গে যোগেন সাধুর নিজের কোনো যোগ নেই।সেভাবে যোগ থাকতে পারে না। এত যে বিমান দুর্ঘটনা, রেল দুর্ঘটনা, জাহাজডুবি, নরহত্যা, ভূমিকম্প ঘটে যায়, হাজারে হাজারে মানুষ মারা যায়, এসবঘটনার সাক্ষী নয় যোগেন, সে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ক্যাশিয়ার,ক্যাসবাবু, সে বিশ্বাস করে যে মানুষ দুর্ঘটনায়, ভুমিকম্পে, যুদ্ধবিগ্রহে, শ্রেণীহিংসায়, দাঙ্গায় মরে সেই সব মানুষ যেন ওইভাবে মরতেই জন্মায় এইপৃথিবীতে। আবার যে সব জায়গায় এই সব ঘটনা ঘটে যায়, সেইসব জায়গা যেনযোগেন সাধুর চেনা পৃথিবীর ব াইরের কোনো পৃথিবীর।

বাতানিয়াটোলা হত্যাকান্ডের খবর আমি দেখেছিলামবর্ষার এক সকালে খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায়। মূল খবর সেদিনছিল ওইটাই। ছিল পরপর সাজানো মৃতদেহের ছবি। বিহারে এই রকম ঘটনাঘটেই যায়। এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এখনো ওইসব দরিদ্র প্রায়নিরন্ন মানুষের জীবনের নিরাপত্তা দিতে পারেনি। অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় কিছুইদিতেপারেনি। কিন্তু এসব কথা তো আমরা চায়ের টেবিলে বসে বলি। অফিসে গাএলিয়ে বলি কাজ কম্মো বন্ধকরে। নাগরিক নিরাপত্তার ঘে ারাটোপে বাসকরে আমাদের ভূমিকা এখানে কী ?

এতবছর গল্প লিখতে লিখতে টের পেয়েছি আমদের জীবনযাপন থেকে গল্প উঠে আসেতার আঙ্গিক নিয়ে। সেই বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ আগে যখন চাকরি নিয়ে বাইরেযাই, আমাকে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে হত প্রায়ই। বাস থেকে নেমেকখনো কংসাবতী, কখনো সুবর্ণরেখা নদী পার হয়ে হাঁটছি। আমার সঙ্গে যেনহাঁটছে রাস্তা। ফুরোয় না পথ। তবে এই যাত্রাপথ ছিল অপরূপ। দু-পাশেকখনো শস্যক্ষেত্র, কখনো মানুষের বসতি, পোষ্ট অফিস গেল, শিব মন্দির গেল, ঐ দেখা যায়কালপুষের মহাবট তা পেরিয়ে একটা মাঠের ওপারে সুপুষের আখ,তারপর গ্রাম দেবীর থান, জঙ্গল থেকে

নেমে আসা ঝোরা, তারপর জঙ্গল....। সেইসময় অনেক গল্পে এই যাওয়া আসা এসেছে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গ ায়যাওয়াই যেন গল্প। আমার যাত্রাপথের বিস্ময় ছড়িয়ে থাকত গল্পে।প্রথম গল্প মেলার দিকে ঘর -এ বাবা তার মেয়ে লক্ষ্মীকে নিয়েমেলায় যাচ্ছিল। যাত্রাপথ হল গল্প। গ্রাম থেকে লক্ষ্মীর পদচিহ্ দূরেকংসাবতী নদীর ওপারে মেলার দিকে চলে যায়---পড়ে থাকে শ্রীহীন পৃথিবী,গ্রাম। বাবা আসলে মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছিল বিক্রি করতে । এই সময় আরও সবগল্পে এসেছে ওই স্থান থেকেস্থানান্তরে যাওয়ার কাহিনি। গাঁওবুড়ো গল্পেতেও এসেছিল ওইফর্মটি। সেখানে বিপন্ন বৃদ্ধ ফকিরচাঁদ যাচ্ছে সুবর্ণরেখার ধারে কন্যাডিহাগ্রামে, সেখানে থাকেন বড়বাবু, তাঁর কাছে গেলে ফকিরচাঁদের অনেক সমস্যারসমাধান হয়ে যেতে পারে। এই ফর্ম আমার উপন্যাস আচরিত -এও এসেছে। আসলে যেভাবে জীবন কাটে, ত ার ছায়াগল্পে, উপন্যাসে না পড়ে যায় না। গল্প - উপন্যাসের ফর্মও উঠে আসেজীবনযাপন থেকে।

স্বদেশযাত্রা গল্পে কোনো যাত্রাপথ নেই। আসলে এইগল্পের রচনার সময় আমি কলকাতার বাসিন্দা, বহুদিনের পুরনো ফ্ল্যাটেথাকি, আমার জানালায় এসে দঁড়ায়মহেন্দ্র, যে কিনা বিহার থেকে এই কলকাতায় এসেছে সাফাই কর্মী হিসাবে। মহেন্দ্ররবাবাও ওই কাজ করত। তার সঙ্গেও গল্প হয় অনেক। সে জানালায় দাঁড়িয়েতার দেশের কথা, ক্ষেতি কামের কথ া বলত। আর মহেন্দ্র তো চুপচাপইথাকে। যে কথাটি জিজ্ঞেস করতাম, তার বাইরে কোনো কথা বলত না সে।

বাথানিয়াটোলার গণহত্যার খবরে বিচলিতহয়েছিলাম। তখন আকাশ ভর্তি মেঘ, মেঘ চলেছে গঙ্গার কূল ধরে উত্তর - পশ্চিমে।এই গল্পে মেঘেরও বড় একটা ভূমিকা। আকাশের মেঘ দেখেই মহেন্দ্রর বাবালছমনরাম টের পায় ক্ষেতি কামের সময় হল। সে তখন ছোটে নিজ গাঁয়ে,মহেন্দ্র আসে শহরে। ক্ষেতি কামের দেখাশোনা মহেন্দ্রর বাবাই করে থাকে।ব াথনিয়াটোলা হত্যাকান্ডের খবর পড়তে পড়তে খবরের কাগজ রেখে আমাকেবাজারে যেতে হয়। বাজার থেকেফেরার সময় দেখেছি মহেন্দ্রর বুড়ো বাবা ময়লাভর্তি গাড়ি ঠেলতে ঠেলতেআচমকা দাঁড়িয়ে আকাশ দেখল।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, মেঘ দেখছ ?
হঁ বাবু, চাষবাস তো হোবে, গাঁও ফিরতে তোহোবে।
গল্পের সূত্র ওই ওখানে। মেঘ ভর্তি আকাশ, মেঘেরউত্তরদিকে যাত্রা, আকাশে লছমন রামের চোখ, খবরের কাগজে ব াথানিয়াটোলার গণহত্যা, জমি নিয়ে সংঘর্ষ---সমস্ত গল্পের সূত্র এইটুকু।নির্যাসটুকুই যেন পেয়ে গিয়েছিলাম।
বিহারে গণহত্যা হলে, গুজরাতে সংখ্যালঘু নিধানহলে, পশ্চিমবঙ্গে গণহত্যা হলে, লাতুরে ভূমিকম্পে মানুষ মরলে, ট্রেন দুর্ঘটনায়বহু মানুষ মারা গেলে আমি কী করতে পারি ? আমারসেকালে ভূমিকা কী ? কিছুই না। একজন
মধ্যবিত্ত মানুষ সর্বক্ষণ দূরে থেকে আগুনেরআঁচ নিতে ভালোবাসে। খবরের কাগজে গণহত্যার খবর তার ভিতরে উত্তেজনাতৈরি করে মাত্র, কিন্তু সে যেন মনে মনে ভাবে এইরকম গণহত্যা কান্ডে মানুষেরসঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থ াকতে পারে না, এইসব মানুষ যেন হত হতে, ধর্ষিতাহতে জন্মায়।

গল্পটির কাহিনী যে পথে যাক, আসলে এ হল নিজেরউপলব্ধির দর্পণ। এখানে যে মেঘের কথা আছে, যে মেঘ বঙ্গোপস াগর থেকে উত্থিতহয়ে উত্তরে যাত্রা করে হিমালয়ে বাধা পেয়ে উত্তরদেশে বৃষ্টি নামিয়ে পশ্চিমে ঘোরে, গঙ্গার কূল ধরেবিহারে প্রবেশ করে , সেই মেঘই তো লছমন রামের দেশে বৃষ্টিনামায়। বাথানিয়াটোলায় বৃষ্টি নেমেছে তো ওই মেঘে। মানুষ তারপরনেমেছে ধান রোয়া করতে জমিতে। প্রাইভেট আর্মি ওই মেঘাচ্ছন্ন রাতেইঢুকেছিল গ্রামে। জমির দখল নিয়েই তো সংঘর্ষ। জমির দখল, বশ্যতা সবই সংঘর্ষেরসূত্র।
স্বদেশযাত্রা আসলে একমুহূর্তের নির্মাণ। আমার অনেকগল্পই এক মুহূর্তের নির্মাণ। সূত্রটি পেয়ে যাওয়ার পর তো গল্পতৈরি হয়। সেই গল্পে আমার পুরনো ফ্ল্যাট, জানালা, জানালার ধারে খাট,সেখানে খবরের কাগজ হাটে অমরবাবু আছেন যোগেন সাধু হয়ে। তারপর যোগেনসাধু হয়তো পাশের ফ্ল্যাটের প্রতিবেশী হয়ে গেছে, যে কিনা মহেন্দ্রকেধমক দিয়ে ফ্রিতে নিজের ফ্ল্যাটের কাজ করিয়ে নেয় । ময়লা সাফকরিয়েও একপয়সা দেয় না।

গল্পটি (কথা সংকলনে অনুদিত) পড়েফরাসি চিত্রকার, ফোটোগ্রাফার জেন হিলারি এসেছিলেন আমার বাড়িতে।মিলিয়ে নিয়েছিলেন জানালা, ঘর ফ্ল্যাট, রাস্তা এমনকী মহেন্দ্রকেও । ১৯৯৮ -এএটি পুরস্কার পায়, ইংরাজিতে অনুদিত হয়ে আট নং ভল্যুম প্রকাশিতহয়, ২০০২-এ কথার দশ বছরের নির্বাচনে বাংলা গল্প এইটি। এই গল্পে এইশহর আর দূর বাথানিয়াটোলা একাকার হয়ে গেছে। মেঘে মেঘে জুড়ে যাওয়াভারত নামে দেশটির একটা আদলধরতে চেয়েছি। এই গল্পের কোথাও কোথাও দেশটা টুকরো টুকরো, খন্ডখন্ড, সেই খন্ডই জুড়ে যায় মেঘে মেঘে। বাথানিয়াটোলায় বৃষ্টি নামায়কলকাতার মেঘ। সেই মেগই যে লছমনকে খবর পাঠায় কৃষিকর্মের সময় হল।লছমন জানে না তার দেশে ধান রোয়া জমি দখল নিয়ে ঘটে গেছে গণহত্যা। হতমানুষের কেউ না কেউ তার কেউ তো হবেই, আবার না হলেও হতে বাধানেই। বাথানিয়াটোলাই তো শেষ কথা নয়। আবার কোথাও, হয়তো তারগ্রামেই....। লছমনরাম স্বদেশে যাত্রা করে। যাত্রা করার আগে এর শহরেও তাকেবেগার দিয়ে যেতে হয়। যেমন দিতে হবে নিজ গ্রামে....।জমিমাটি মানুষ আমারবিষয় হয়ে ওঠে বারবার। এই গল্পেসেই সব অভিজ্ঞতার নির্যাসও যে আসেনি তাই বা কী করে বলি ?

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com